চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমানের সভাপতিত্ব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন,মাদক দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে মাদক রোধ করা সম্ভব না। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকমুক্ত দেশ গড়তে হবে।তাই মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিসহ সভা সভাবেশের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, তাহলেই মাদকমুক্ত সমাজ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক পরিতোষ কুমার কুন্ডু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বিশ্বনবী সম্পর্কে অবমানাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনা কেরু বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় কেরুজ বাজার মাঠে দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির আয়োজনে কেরুজ বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী (সা.) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। এসময় তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান।

আরো বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেত্রী নুপুর শর্মা কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়াও ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার কটুক্তির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান দর্শনা পৌর ইমাম সমিতি।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেন নুপুর শর্মা। পরে একই বিষয়ে টুইটারে পোস্ট দেন নাভিন কুমার জিন্দাল।

এ বক্তব্য নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশে ঈমাম সমিতির সভাপতি ও দর্শনা পুরাতন

মসজিদের পেশ ইমাম নৃরুল ইসলামের নেতৃত্বে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের ঈমাম ওসমান গণি,ঈশ্বরচন্দ্রপুর জামে মসজিদের ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়া দর্শনাসহ আশপাশ ৩৬ টি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ প্রায় ১ হাজার থেকে ১২ শ মুসল্লিরা এ বিক্ষোভ সামাবেশে অংশ নেন।

জীবননগর বকুন্ডীয়ায় মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জীবননগর উপজেলার বকুন্ডীয়া গ্রামের মিরাজের নামে করা মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মিরাজের পিতা জাকির হোসেন শনিবার বিকাল ৫টার সময় সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাকির হোসেন বলেন গত ৬ই জুলাই সোমবার আমাদের একই মহল্লাই বসবসকারী তারিকের মা রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে নিজ ঘরেই ঈশার নামাজ আদায় করছিলেন এ সময় তারিকের বৃদ্ধা মাতাকে পিছন থেকে কে বা কাহারা এলপাতাড়ি ভাবে শরিরে কোপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে তাদের আত্নচিৎকারে মহল্লার সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় আমার ছেলে মিরাজ হোসেন একই গ্রামের অন্য পাড়াই চায়ের দোকানে বসে ছিলেন।

এ সময় বৃদ্ধার পুত্রবধু সহ কে বা কাহারা আমর ছেলে মিরাজের নাম উল্লেখ করে কথা বলেন যে, দিনের বেলাই মিরাজের সাথে এই বৃদ্ধার ছাগল নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল হইতোবা সেই এই কাজটি করতে পারে।

তারই জের ধরে ঘটনার সময় উৎতপ্ত জনতা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই হাসাদাহ ক্যাম্পের পুলিশকে সংবাদ দিয়ে সন্দেহমূলক ভাবে আমার ছেলেকে পুলিশের কাছে সপর্দ করেন। আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরপরাধ। এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তিনি আরো বলেন এই ঘটনার সময় আমার ছেলে যে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন তারো যথেষ্ট

প্রমানও আছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন এই মামলার বাদি তারিক মামলার ভিকটিম রেহেজান বেগম অরফে বড়বুড়ি। তিনি নিজে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বলেন যে, আমি রাতে ঈশার নামাজ পড়ছিলাম সে সময় কে বা কাহারা আমার পিছন থেকে আঘাত করে পালিয়ে যায় আমি কাউকে চিনতে পারিনাই। আমার কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রামের গন্যমান্য বাক্তিবর্গ এবং গ্রামের আরো অনেকেই । সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে জাকির হোসেন তার ছেলে মিরাজের বিরুদ্ধে করা এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বাদি সহ সকল প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান ।

মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর দর্শনা পৌরবাসীর আয়োজনে দর্শনা রেলবাজার বটতলায় ও পৌর এলাকার শ্যামপুরে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী (সা.) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। এসময় তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান।

আরো বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেত্রী নুপুর শর্মা কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়াও ভারতের ক্ষমতাসীন দল

বিজেপির দুই নেতার কটুক্তির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান দর্শনা পৌরবাসী।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেন নুপুর শর্মা। পরে একই বিষয়ে টুইটারে পোস্ট দেন নাভিন কুমার জিন্দাল। এ বক্তব্য নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দর্শনা রেল বাজার বটতলায় শিমুল ও দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেকলীগের সভাপতি ইসলামুল হক আল আমিনের নেতৃত্বে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শরিফুল মেম্বর, শফি কামাল, বাপ্পা, জুয়েল, রায়হান, রানা, আশিকুর, ইউনুস, আরিফুল, পলাশ, কবির সিডিএ, আরিফ, প্রান্ত, আরিফুল, বাদল, সাইদ, ফারুখ, করিম, শাফিন।

অপরদিকে শ্যামপুর কেদ্রীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি জয়নাল আবদিন কচি, সাধারন সম্পাদক আরিফ বিশ্বাস, দর্শনা পৌর ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলে অংশ নেয় রাসুল প্রেমিক তৌহিদী জনতা।।

মহানবী (সা:) কে কটূক্তির প্রতিবাদে কার্পাসডাঙ্গায় মানববন্ধন

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ধর্ম প্রিয় মুসল্লিরা এ মানববন্ধন করেন। কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের মোড় থেকে বিশাল এক বিক্ষোভ

মিছিল শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষ বাজার পয়েন্টে গিয়ে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয় সাধারণ মুসল্লিরা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে ভারতীয় বিজেপি মুখপাত্র নুপুর শর্মা ও প্রবীন কুমার জিন্দাল আপত্তিজনক ও অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে সাধারণ মুসল্লিরা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে। আমরা ইসলাম ধর্ম পালন করলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকি কিন্তু কিছু কুচক্রী মহল ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন সময় নানা রকম মন্তব্য করেন।

এ সময় মুসল্লিরা ‘বিশ্ব নবীর অপমানে যদি না কাঁদে তোর মন, মুসলিম না মুনাফিক তুই নবীর দুশমন’ এ স্লোগান দিতে থাকে।

আলমডাঙ্গায় ট্রেন চালককে মারপিটের ঘটনায় ৫ জন বহিষ্কার, দাবি না মানলে ধর্মঘটের ডাক

আলমডাঙ্গায় মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালক (লোকো মাস্টার) জুনায়েদুর রহমানকে মারধর করায় রেলওয়ের পাঁচ কর্মীকে (ওয়েম্যান) সাময়িক বরখাস্তের ঘটনায় মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে রেল শ্রমিকরা। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না করলে ধর্মঘটের হুশিয়ারী দেয় তারা।

শুক্রবার (১০ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে রেললাইনের উপর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে। এসময় যাত্রীবাহী ট্রেন আটকানোর চেষ্টা করলে প্রশাসনের তৎপরতায় ভেস্তে যায়।

মানববন্ধনে শ্রমিক হুমায়ন কবির বলেন, লাল ব্রিজের উপর ২৫-৩০

শ্রমিক মেরামত কাজ করার পূর্বে স্টেশন মাস্টারকে আমরা মেসেজও দিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ব্রিজ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা।

বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা ভেঙ্গে ট্রেন চলে আসে। এর কিছুপর আরেকটি ফ্ল্যাগ ভেঙে স্পিড বাড়িয়ে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে শ্রমিকরা লাফ দেন।

কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। ব্রিজের উপর শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে ট্রেনটি থামিয়ে দেয় চালক। আমি সব আহত হয় কয়েক শ্রমিক।

এরপরও আমাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আশ্বাস দেন তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের কোন সমস্যা হবেনা। কিন্তু রাত ২ টার পর আমাদের ৫ শ্রমিককে কেন বরখাস্ত করা হলো? এর বিচার চাই।

তিনি আরও বলেন, মানববন্ধন চলাকালীন সময়ে জানতে পারি পাকশী বিভাগীয় কর্মকর্তারা চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন। শীঘ্রই বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করবে৷

আমরা শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রতিকার না পায় তাহলে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবো। এছাড়াও মানববন্ধনে বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া বিষয় তুলে ধরেন শ্রমিকরা।

এসময় শ্রমিকরা যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে দেয়ার চেষ্টা করলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাহব্বুর রহমানের আশ্বাসের সরে আসে তারা।

প্রসংঙ্গত: গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা লাল ব্রিজের উপর প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাঠির সাহায্যে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা। বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা তুলে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন শ্রমিকরা।

রেল শ্রমিকেরা ব্যর্থ হলে ট্রেনটি লাল ব্রিজের কাছে থাকা আরেকটি

ফ্ল্যাগ ভেঙে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে শ্রমিকরা লাফ দেন। কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে থেমে যায় ট্রেনটি।

এ সময় উত্তেজিত হয়ে ট্রেনের প্রধান চালক আমিনুল ইসলাম ও সহকারী চালক জোনায়েদকে মারধর করেন উত্তেজিত শ্রমিকরা। মারধরের প্রতিবাদে লাইনের উপর বন্ধ করে রাখা হয় ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শক করেন পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের একটি টিম।

পরে ট্রেন চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে মালবাহী ট্রেনটি আলমডাঙ্গা ছেড়ে যায়।

রাতেই বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েম্যান, হাফিজ, শহিদুল ইসলাম, মুস্তাফিজ, ছাব্বির ও হুমায়ন এই ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক শাহিদুল ইসলাম বলেন, কোন স্থানে মেরামতের কাজ হলে যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে আসবে সেই স্টেশন মাস্টার ট্রেন চালককে মেরামতে বিষয়টি জানানোর নির্দেশনা রয়েছে।

সে ক্ষেত্রে মালবাহী ট্রেনটি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে এসেছে, ওই স্টেশন মাস্টার নাজমা পারভীন চালককে মেরামতের বিষয়টি অবগত করেননি। এ কারণে শ্রমিকদের সিগন্যালে চালক গুরুত্ব দেননি বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি।

সত্যতা যাচাইয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালককে মারধরের ঘটনায় পাঁচ ওয়েম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তে দর্শনা স্টেশন মাস্টার অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান বাঁচাতে গাছের সাথে বাসের ধাক্কা, কয়েকজন আহত

আলমডাঙ্গার জগন্নাথপুরে পাখিভ্যানকে বাচাতে গিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের বেশ কয়েজন যাত্রী আহত হয়েছে। আহতরা স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় এঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল গাফফার। তিনি বলেন, কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস জগন্নাথপুর পৌছালে সামনে পাখি ভ্যান চলে আসে। এসময় পাখি ভ্যানকে বাচাতে বাসটি কড়া ব্রেক করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে।

এতে সামনের দোকানের সামান্য ক্ষতি হলেও বড় দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাই স্থানীয়রা। বাসের কয়েকজন যাত্রী আহতের খবর পাওয়া গেছে। যার যার মত চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, বাসের সামনের গ্লাস ভেঙ্গে গেছে। গাছ না থাকলে হয়তো বড় দূর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

চুয়াডাঙ্গায় মাংকিপক্স সন্দেহে এক নারী আইসোলেশনে

ষাট বছর বয়সী নারীর হাতে ও মুখে ফুসকুড়ি উঠেছে। তা মাংকিপক্স কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওই নারীকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে স্বাস্থ্যবিভাগ। গায়ে জ্বর, ব্যথা ও সর্দিতে আক্রান্ত ওই নারী

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। তার হাতে ও মুখে কয়েকটি ফোসকার মতো দেখা দিয়েছে।

আগুনের ছ্যাঁকা লেগে এমন হয়নি বলে ওই নারী চিকিৎসকদের জানিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে ওই নারীর বাড়ি। তিনি হতে মুখে ফুসকুড়ি, শরীরে ব্যথা এবং গায়ে জ্বরের চিকিৎসা নিতে বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তবে তার হাতে ও মুখের ফুসকুড়িগুলো মাংকিপক্স কিনা তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ওই নারী দেশের বাইরে যাননি। তার কোনো নিকটাত্মীয় বিদেশ থেকে আসেননি। হাতে ও মুখে ফোসকা আছে, শরীরে নেই। সাধারণ পক্স হতে পারে। তবে, মাংকিপক্স কি না তা পরীক্ষা না করে বলা যাবে না। ওই নারীকে তার বাড়িতে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। তারপরই নিশ্চিত হওয়া যাবে তিনি মাংকিপক্সে আক্রান্ত কি না।

চুয়াডাঙ্গার রাঙ্গিয়ারপোতায় ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত ১, আহত ১

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মটরসাইকেল চালক দর্শনা মোবারকপাড়ার নাদিম মাহমুদ (৩২) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অল্পের জন্য প্রানে বেঁচে গেছেন দর্শনা মোহাম্মদপুরের সুমন।

নাদিম মাহমুদ দর্শনা পৌরসভার মোবারকপাড়ার বজলু রহমানের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে জীবননগর-আকন্দবাড়ীয়া সড়কের রাঙ্গিয়ারপোতা ঘোনা পাড়ায় সরকারী খালের মাটি বোঝায়

ট্রাক্টরের নিচে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় চুয়াডাঙ্গা জেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে প্রতিদিন ২০/২৫ টি ট্রাক্টর ভিড়িয়ে সরকারী খালের মাটি চুরি করে ভাটায় বিক্রি করছে একটি চক্র।

ট্রাক্টরটি মাটি নিয়ে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর সুপার ভাটায় আসছিলো। মটরসাইকেল চালক একইদিক থেকে ট্রাক্টরকে ওভারটেক করতে গেলে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে গুরুতর জখম হয়।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে নাদিম মাহামুদকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে রাজশাহী রেফার্ড করে।

রাজশাহী নিয়ে যাওয়ার পথে আলমডাঙ্গা পৌছালে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তার মর্মান্তিক মৃত্য হয়। মৃত্যর খবর পেয়ে পরিবারে নেমে আসে শোকের মাতম। এ ঘটনায় দর্শনা পুলিশ মোটরসাইকেল ও মাটি বোঝায় ট্রাক্টর আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির।

আলমডাঙ্গায় সিগনাল দিলেও থামেনি ট্রেন, প্রাণে বাঁচলেন রেল শ্রমিকরা, চালককে মারধর

আলমডাঙ্গার লালব্রিজে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ করার সময় সিগনাল দেয়ার পরও মালবাহী ট্রেন না থামানোয় সহকারী চালককে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২৫-৩০ জন শ্রমিক প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। আহত হয়েছে কয়েকজন শ্রমিক। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে ঘটেছে। সহকারি চালকের মারধরের বিচারের দাবিতে প্রায় ১০ ঘন্টা মালবাহী ট্রেন অবস্থান নেয় লালব্রিজের উপর। ট্রেন চালককে মারপিটের ঘটনায় বিভাগী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় তদন্ত।

রেল সূত্রে জানাযায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা বর্ডার হয়ে পাথর বোঝাই ট্রেন সিরাজগঞ্জ যাচ্ছিলো। এদিকে, সকাল থেকে আলমডাঙ্গা লালব্রিজের উপরে রেললাইন সংস্কারের কাজ করছিলো ২৫-৩০ জন রেল শ্রমিক। সংস্কারের জায়গা থেকে প্রায় ৪শ মিটার দুরে লাল ফ্লাগ তুলে রাখে রেল শ্রমিকেরা। দুপুর ১ টার দিকে ওই পাথর বোঝাই ট্রেন আলমডাঙ্গা স্টেশন ক্রস করলে লাল ফ্লাগ তুলে ট্রেনটিকে থামানোর চেস্টা করে। রেল শ্রমিকেরা ব্যর্থ হলে ট্রেনটি লালব্রিজের নিকট আরেকটি ফ্লাগ ভেঙে ব্রিজে প্রবেশ করে।

আতঙ্কে ব্রিজ থেকে শ্রমিকেরা লাফ দেয়।কেউ কেউ ব্রিজে ঝুলে পড়ে। শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে থেমে যায় মালবাহী ট্রেনটি। এসময় উত্তেজিত হয়ে ট্রেন চালক প্রধান আমিনুল ইসলাম ও সহকারি জোনায়েদ সিদ্দিককে মারপিট করে। এতে, চালক দুজন আহত হয়। খবর পেয়ে পাঁকশি বিভাগীয় প্রতিনিধি টিম আলমডাঙ্গা লালব্রিজের নিকট পৌছায়। শুরু হয় তদন্ত। এসময় উপস্থিত হয় পাঁকশি জোনের ডিআরএন, ডিএন ওয়ান, চুয়াডাঙ্গার এ.ই.এন ও এস.এস.ও.ই।

দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত কার্যক্রম চালায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। খুলনা থেকে ঢাকা মুখি রেললাইন বন্ধ থাকলেও বিপরীত মুখি লাইন দিয়ে যোগাযোগ সচল রাখে আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার।

আলমডাঙ্গার স্টেশন মাস্টার তৌহিদুল ইসলাম টোকন বলেন, ২৫-৩০ জন শ্রমিক লাইনে কাজ করছিল। এসময় লাল পতাকা দিয়ে সংকেত দিলেও মাল ট্রেনটি থামায়নি চালক। পরে লালব্রিজের উপর শ্রমিকরা প্রাণ বাচাতে যে যার মত ঝাপ দেয় নিচে। এতে আহত হয় কয়েকজন শ্রমিক। পরে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ট্রেন চালককে মারধর করে। পরে চালক তার মারধরের বিচার না হওয়া পর্যন্ত মালট্রেন থামিয়ে রাখে।

তিনি আরও বলেন, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি। ওই মালট্রেনবাহী ট্রেন ডাউন লাইনে রয়েছে। অপর লাইন থেকে ট্রেন চলাচল করছে। সন্ধার সাড়ে ৯ টায় ট্রেনটি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, সংকেত দিলেও ট্রেন চালক থামেনি। চালক ঘুমাচ্ছিল। পরে প্রাণ রক্ষাতে ব্রিজের উপর থেকে লাফ দেয় শ্রমিকরা। বিস্তারিত জানতে ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।